# বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

## আইইবি ভবন  রমনা  ঢাকা ১০০০

# টেলিকম ই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও রিসাইক্লিং সিস্টেম সংক্রান্ত নির্দেশিকা

৭/৭/২২
মুহাম্মদ জাকারিয়া ভূঁইয়া
সিনিয়র সহকারী পরিচালক
স্পেকট্রাম ম্যানেজমেন্ট

# সূচীপত্র

## টেলিকম ই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও রিসাইক্লিং সিস্টেম সংক্রান্ত নির্দেশিকা


| ক্রমিক নং | বিষয়বস্তু | পৃষ্ঠা নং |
|---|---|---|
| ১। | ভূমিকা.................................................... | ৩ |
| ২। | উদ্দেশ্য.................................................... | ৩ |
| ৩। | ই বর্জ্যের ধরণ ............... .................................. | ৩ |
| ৪। | ই বর্জ্য উৎপাদনকারী .......................................... | ৪ |
| ৫। | টেলিকম যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী উৎপাদনকারী আমদানীকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দেশে ই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার নিমিত্ত নির্দেশনা.................................. | ৪ |
| ৬। | কমিশনে তথ্য প্রদান............................................. | ৬ |
| ৭। | জনসচেতনতা তৈরি ............................................. | ৬ |
| ৮। | উপসংহার.................................................... | ৬ |
| ৯। | সংলগ্নি ১.................................................... | ৭ |
| ১০। | সংলগ্নি ২.................................................... | ৮ |

## ১। ভূমিকা

প্রযুক্তিগত বিকাশ এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির দ্রুত উন্নতির কারণে সাম্প্রতিক বছরগুলোতে মোবাইল কম্পিউটার ও অন্যান্য ইলেকট্রনিক পণ্যের চাহিদা এবং ব্যবহার উল্লেখযোগ্য মাত্রায় বৃদ্ধি পেয়েছে। বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক পণ্য আমদানীর পাশাপাশি বর্তমানে দেশে ব্যাপক হারে উৎপাদন হওয়ায় পণ্যের সহজলভ্যতা ও ব্যবহার ক্রমশ উর্ধ্বমুখী। গ্রাহকগণ যুগের সাথে তাল মিলিয়ে নতুন নতুন পণ্য ব্যবহারে অভ্যস্ত হওয়ার দরুন ক্রমেই পুরাতন ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক পণ্যের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সকল পুরাতন ব্যবহৃত ইলেকট্রনিক পণ্য যথাযথ প্রক্রিয়ায় ধ্বংস নিষ্পত্তি করা না হলে তা পরিবেশের জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। ফলশ্রুতিতে ইলেকট্রনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং রিসাইক্লিং একটি অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে রূপ নিয়েছে। কিন্তু ইলেকট্রনিক বর্জ্য অন্যান্য প্রাকৃতিক বর্জ্যের মত পচনশীল নয় বিধায় এই ধরনের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সময় উপযোগী অত্যাধুনিক ও পরিবেশ বান্ধব ব্যবস্থা গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। ই বর্জ্য এর ক্ষেত্রে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংঘঠিত হওয়ার সম্ভাবনাও অত্যধিক। এটি জীববৈচিত্র্য ও পরিবেশের সুশৃঙ্খল ভারসাম্য রক্ষার্থে মারাত্মক হুমকি স্বরূপ। বাংলাদেশে ই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে বাংলাদেশ পরিবেশ অধিদপ্তর যথানিয়মে দায়িত্ব পালন করছে এবং গত ১০ই জুন ২০২১ সালে একটি বিধিমালা গেজেট আকারে প্রকাশ করেছে। উক্ত বিধিমালায় সকল ধরনের ই বর্জ্য পরিবেশ সম্মত উপায়ে ও সুনিয়ন্ত্রিতভাবে ব্যবস্থাপনার কথা উল্লেখ রয়েছে। সম্পূর্ণ ই বর্জ্যের মধ্যে একটি বিশেষ অংশ জুড়ে রয়েছে টেলিকম ই বর্জ্য এবং বিশ্ব ব্যাংক এর মাধ্যমে পরিচালিত একটি জরিপে এর পরিমাণ মোট ই বর্জ্যের প্রায় ৪ ২ শতাংশ।

বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ আইন ২০০১ (সংশোধিত ২০১০) অনুযায়ী টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি আমদানি স্থাপন ও ব্যবহারের জন্য যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে কমিশন কর্তৃক অনুমোদন দেওয়া হয়ে থাকে বিধায় যন্ত্রপাতির সম্পূর্ণ লাইফসাইকেল জীবনচক্র ব্যবস্থাপনার অংশ হিসেবে টেলিকম ই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও রিসাইক্লিং করণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশ টেলিযোগযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশনের সংশ্লিষ্টতা রয়েছে।

## ২। উদ্দেশ্য

দেশের পরিবেশ ও জীব বৈচিত্রের ভারসাম্য রক্ষার্থে এবং মানবদেহের স্বাস্থ্য ঝুঁকি রোধকল্পে যথাযথ প্রক্রিয়ায় ই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা এবং রিসাইক্লিং করণ অত্যাবশ্যক। টেলিকম ইক্যুইপমেন্টসমূহের ক্ষেত্রে এর ব্যবহার ব্যবহার পরবর্তী ব্যবস্থাপনা যেমন সিলগালা করণ ধ্বংসকরণ ইত্যাদি বিষয়ে অত্র কমিশনের অনুমোদন প্রয়োজন। সার্বিক কার্যক্রম সুচারুরূপে সম্পন্ন করার জন্য ই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও রিসাইক্লিং সংক্রান্ত নির্দেশিকাটি প্রস্তুত করা হলো।

## ৩। ই বর্জ্যের ধরণ

সামগ্রিকভাবে ই বর্জ্যকে ০৫ পাঁচ ভাগে ভাগ করা যায়। উক্ত ধরণসমূহ নিম্নরূপ

(ক গৃহস্থালি ব্যবহার্য ইলেকট্রিক্যাল ইলেকট্রনিক ইক্যুইপমেন্ট মাইক্রোওয়েভ ওভেন কুকার হিটার ফ্যান এসি রেফ্রিজারেটর ইত্যাদি।

(খ  কমিউনিকেশন এন্ড আইটি ডিভাইস  মোবাইলফোন  বিটিএস  সুইচ  সার্ভার  রাউটার  হার্ড ড্রাইভ ট্রান্সমিশন ও রিসিপশন যন্ত্রপাতি  এন্টেনা  রেকটিফায়ার  ব্যাটারী  সকল ধরনের টেষ্টিং ও মেজারমেন্ট টুলস  ইত্যাদি।

(গ  বিনোদন সংশ্লিষ্ট ইলেকট্রনিক ডিভাইস  টেলিভিশিন  ভিডিও গেইমস  ইত্যাদি।

(ঘ   ইলেকট্রনিক ইউটিলিটিস ইক্যুইপমেন্ট  রিমোট কন্ট্রোল  হিটিং প্যাড  ম্যাসেজিং চেয়ার  ইত্যাদি।

(ঙ  ইলেকট্রোমেডিকেল ইক্যুইপমেন্ট  ডায়ালাইসিস মেশিন  ইমেজিং মেশিন  ফটোকপি মেশিন  ইত্যাদি।

এই পাঁচ ধরণের মধ্যে  খ  নং ধরণ অর্থাৎ কমিউনিকেশন এন্ড আইটি ডিভাইসের একটি অংশ হচ্ছে টেলিযোগাযোগ ইক্যুইপমেন্ট। এই টেলিযোগাযোগ ইক্যুইপমেন্ট এর মাধ্যমে সৃষ্ট বর্জ্যই মূলত টেলিকম ই বর্জ্য হিসেবে আখ্যায়িত।

**৪। টেলিকম ই বর্জ্য উৎপাদনকারী**

ক   টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী কোম্পানিসমূহ

খ   ব্যক্তিগতভাবে ও প্রাতিষ্ঠানিকভাবে টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারীগণ

গ   টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি মেরামতকারী ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান

ঘ   টেলিযোগাযোগ প্রতিষ্ঠান  বিটিআরসি’র সকল লাইসেন্সি প্রতিষ্ঠান  আমদানীকারক ও রপ্তানিকারক ভেন্ডর  ব্রডকাস্টিং অপারেটর  বিভিন্ন ধরনের ভয়েস ও ডাটা কমিউনিকেশনস অপারেটরস ইত্যাদি।

**৫। টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী  উৎপাদনকারী  আমদানীকারক প্রতিষ্ঠান কর্তৃক দেশে ই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করণের নিমিত্ত নির্দেশনা**

ক  পরিবেশ অধিদপ্তরের নীতিমালা অনুযায়ী বিটিআরসি’র লাইসেন্সপ্রাপ্ত টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী  উৎপাদনকারী ও আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে টেলিকম ই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা করবে।

খ  টেলিকম ই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহকে **সংলগ্নি ১** অনুযায়ী বিটিআরসি হতে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে। বিটিআরসি’র অনুমোদিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকারী প্রতিষ্ঠানসমূহ টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি ব্যবহারকারী  উৎপাদনকারী ও আমদানিকারক প্রতিষ্ঠানসমূহের কার্যাদেশের ভিত্তিতে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে টেলিকম ই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত কার্যক্রম পরিচালনা করবে এবং যথানিয়মে বিটিআরসিতে প্রতিবেদন দাখিল করবে।

গ  টেলিযোগাযোগ সেবা সংশ্লিষ্ট সকল কোম্পানি প্রতিষ্ঠানসহ টেলিকম যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারি ও আমদানীকারক প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের ব্যবহৃত  উৎপাদিত ও আমদানিকৃত যন্ত্রপাতিসমূহের মধ্য হতে পুরাতন  ব্যবহৃত ও অকেজো যন্ত্রপাতি ই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার জন্য **সংলগ্নি ২** অনুযায়ী কমিশনের অনুমতি গ্রহণ করবে। অনুমতি প্রাপ্তি সাপেক্ষে বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকারী প্রতিষ্ঠান ৫  ক  অনুসারে পরবর্তী কার্যক্রম সম্পন্ন করবে। এক্ষেত্রে রেডিও  বেতার  এবং নন রেডিও টেলিকম যন্ত্রপাতির জন্য যথাক্রমে

বিটিআরসি’র স্পেকট্রাম বিভাগ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশনস ইএন্ডও বিভাগ হতে অনুমতি গ্রহণ করতে হবে।

ঘ কমিশন হতে অনুমতি পত্র অনাপত্তি সনদ পাওয়ার পর ই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে ই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত সেবা প্রদানকারী কোম্পানি প্রতিষ্ঠান নির্দিষ্ট সময়সীমার সর্বোচ্চ ০৩ তিন মাস মধ্যে ই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে। কমিশনের অনুমতি পত্র অনাপত্তি সনদ পাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সকল প্রকার ই বর্জ্য সংশ্লিষ্ট অপারেটর উৎপাদনকারী আমদানীকারক ইত্যাদি কোম্পানি প্রতিষ্ঠানের ওয়্যারহাউজে পরিবেশ সম্মতভাবে সংরক্ষণ করতে হবে।

ঙ টেলিকম ই বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকারী কোম্পানি কোন ক্রমেই জনবহুল লোকালয় এর আশে পাশে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করতে পারবে না। এ সকল ই বর্জ্য কোনক্রমেই অবৈজ্ঞানিকভাবে মাটিতে পুতে ফেলা কিংবা যত্রতত্র পুকুর নালা খাল বিল ডাস্টবিন ইত্যাদিতে ফেলা যাবে না। টেলিকম ই বর্জ্য ব্যবস্থাপনাকারী কোম্পানীর ডিপো ওয়্যারহাউজ বর্জ্য ব্যবস্থাপনার স্থান ইত্যাদি জনবহুল এলাকা লোকালয় পরিহার করে সরকার পরিবেশ অধিদপ্তর বিটিআরসি কর্তৃক নির্ধারিত স্থানে স্থানীয় বা আন্তর্জাতিক নিয়ম মেনে স্থাপন করতে হবে ।

চ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান কর্তৃক পুরাতন ব্যবহৃত টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি যেমন মোবাইল হ্যান্ডসেট অন্যান্য ছোট ডিভাইস বিভিন্ন প্রকার প্রোমোশনাল প্রোগ্রাম ই বর্জ্য কালেক্টরের মাধ্যমে সংগ্রহ করার ব্যবস্থা করতে হবে।

ছ টেলিকম অপারেটর উৎপাদনকারী আমদানীকারক কোম্পানিসমূহের গ্রাহক সেবা কেন্দ্র সার্ভিস সেন্টারের মাধ্যমে ই বর্জ্য সংগ্রহের ব্যবস্থা করতে হবে এবং কেবলমাত্র কমিশনের অনুমোদিত কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে টেলিকম ই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও রিসাইক্লিং সম্পন্ন করতে হবে।

জ টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি তথা মোবাইল হ্যান্ডসেট ও নন মোবাইল যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী কোম্পানিসমূহ তাদের উৎপাদিত যন্ত্রপাতি রিসাইক্লিং করার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট লাইসেন্সের শর্ত বিধি বিধানসহ নিম্নে উল্লেখিত শর্তসমূহ অনুসরণ করবে

পরিবেশের উপর যেন কোন নেতিবাচক প্রভাব না পড়ে সে দিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে।

সংগৃহিত/রিসাইকেলকৃত/টেলিকম ই বর্জ্য সরকার অনুমোদিত আমদানী রপ্তানি নীতিমালা মেনে রপ্তানি করতে হবে।

ইলেকট্রনিক বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সংগৃহীত টেলিকম যন্ত্রপাতি কোনভাবেই যন্ত্রপাতি হিসেবে দেশে বাজারজাত করা যাবে না এবং অনুরূপ যন্ত্রপাতির বিনিময়ে দেশের অভ্যন্তরে অন্য কোন পণ্য ক্রয় করা যাবে না।

(ঝ  পুরাতন ব্যবহৃত কোনো কমিউনিকেশন এন্ড আইটি ডিভাইস যদি পুরোপুরি নিরাপদভাবে পরিচালনার সুযোগ থাকে  তবে তা শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট কোনো শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করে বিটিআরসি'র অনুমোদনক্রমে দান বিতরণ করার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

শর্তসমূহ

যন্ত্রপাতিসমূহ যাতে মানব ও পরিবেশের জন্য কোনোভাবেই ক্ষতিকারক না হয় দানকারী প্রতিষ্ঠানকে উহার নিশ্চয়তা প্রদান করতে হবে।

যন্ত্রপাতিসমূহ শুধুমাত্র শিক্ষামূলক উদ্দেশ্যে  কোনোরূপ ব্যবসায়িক স্বার্থ পরিহার করে ব্যবহার করতে হবে।

যন্ত্রপাতি ও উহার আনুষঙ্গিক যন্ত্রাংশ হস্তান্তরের সময় সঠিক উপায়ে তা পরিচালনা ও রক্ষণাবেক্ষণের জন্য প্রয়োজন মাফিক নির্দেশনা প্রশিক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে।

ঞ  টেলিকম ই বর্জ্য ব্যবস্থাপনার যে কোন পর্যায়ে পরিবেশের বিপর্যয় অত্র নির্দেশিকার কোন নির্দেশনা শর্ত ভঙ্গ সংক্রান্ত কোন অভিযোগ প্রমাণিত হলে যথাযথ আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

## ৬। কমিশনে নিয়মিত ভিত্তিতে তথ্য  উপাত্ত জমা প্রদান

দেশে ই বর্জ্য উৎপাদনকারী কোম্পানিসমূহ  টেলিকম অপারেটর  মোবাইল নন মোবাইল ডিভাইস  ব্রডকাস্টিং যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী ও আমদানিকারক  কর্তৃক অত্র কমিশনে প্রতি ০৬  ছয়  মাস পর পর নিম্নলিখিত ছক আকারে তথ্য জমা প্রদান করতে হবে।

| ক্রমিক নং | আইটেম এর নাম | আইটেম সংখ্যা | পরিমাণ  টন | মন্তব্য |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

ছক ১  ই বর্জ্য সংক্রান্ত তথ্য।

## ৭। জনসচেতনতা তৈরি

সুপরিকল্পিত প্রচারাভিযানের মাধ্যমে ই বর্জ্য সংক্রান্ত বিভিন্ন ধরনের ঝুঁকি ও ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করা আবশ্যক। প্রয়োজনে টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতি উৎপাদনকারী  আমদানিকারক ও বিপণনকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক প্রচার মাধ্যমসমূহে ই বর্জ্যের ঝুঁকি ও যথাযথ প্রক্রিয়ায় বর্জ্য ব্যবস্থাপনার বিষয়ে জনসচেতনতামূলক বিজ্ঞাপনের ব্যবস্থা করতে হবে।

## ৮। উপসংহার

ই বর্জ্যের দরুন আমাদের পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য প্রতিনিয়ত ক্ষতির সম্মুখীন। এই প্রতিকূল অবস্থা মোকাবেলা করার জন্যই টেলিকম ই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও রিসাইক্লিং সিস্টেম সংশ্লিষ্ট অত্র নির্দেশিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে। টেলিকম ই বর্জ্য সংশ্লিষ্ট সকলকে এই নির্দেশিকাটি অনুসরণ ও প্রতিপালনে সর্বদা সচেষ্ট থাকতে হবে।

# সংলগ্নি ১

টেলিকম ই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও রিসাইক্লিং কার্যক্রম পরিচালনার লক্ষ্যে বিটিআরসি'র অনুমোদন প্রাপ্তির জন্য আগ্রহী প্রতিষ্ঠানসমূহকে নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় ডকুমেন্ট/কাগজপত্র সংযুক্ত করত: কমিশনের নিকট আবেদন দাখিল করতে হবে:

১। ফরওয়ার্ডিং লেটার (চেয়ারম্যান  বিটিআরসি বরাবরে আবেদন করতে হবে)

২। হালনাগাদ পরিবেশ অধিদপ্তর এর পরিবেশগত ছাড়পত্রের অনুলিপি  সত্যায়িত ।

৩। হালনাগাদ ট্রেড লাইসেন্স এর অনুলিপি  সত্যায়িত ।

৪। টিন (TIN) সার্টিফিকেট এর অনুলিপি  সত্যায়িত ।

৫। বিন (BIN) সার্টিফিকেট এর অনুলিপি  সত্যায়িত ।

৬। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর লাইসেন্স এর অনুলিপি  সত্যায়িত ।

৭। সিটি কর্পোরেশন সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের ছাড়পত্রের অনুলিপি  সত্যায়িত ।

৮। কারখানার লাইসেন্স এর অনুলিপি  সত্যায়িত ।

৯। লিমিটেড কোম্পানির ক্ষেত্রে মেমোরান্ডাম অব এসোসিয়েশন ও আর্টিকেল অব এসোসিয়েশন এর অনুলিপি, অথবা ব্যক্তি মালিকানার ক্ষেত্রে প্রোপাইটারশীপ সার্টিফিকেট নোটারি অথবা পার্টনারশিপের ক্ষেত্রে রেজিস্ট্রার অব জয়েন্ট স্টক কোম্পানিজ এন্ড ফার্মস হতে রেজিস্ট্রিকৃত সনদ এর অনুলিপি  সত্যায়িত ।

১০। টেলিকম ই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও রিসাইক্লিং পক্রিয়ার সম্ভাব্য ডায়াগ্রাম।

১১। কারখানা ভাড়ার চুক্তিপত্রের অনুলিপি।

১২। কারখানার অর্কিটেকচারাল ডায়াগ্রাম।

## সংলগ্নি ২

টেলিকম ই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও রিসাইক্লিং করণের নিমিত্ত আগ্রহী কোম্পানি/প্রতিষ্ঠানকে নিম্নলিখিত প্রয়োজনীয় তথ্য/কাগজপত্র সংযুক্ত করত: রেডিও বেতার এবং নন রেডিও টেলিযোগাযোগ যন্ত্রপাতির জন্য যথাক্রমে বিটিআরসি'র স্পেকট্রাম বিভাগ এবং ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশনস ইএন্ডও বিভাগে আবেদন দাখিল করতে হবে:

১। ফরওয়ার্ডিং লেটার (চেয়ারম্যান বিটিআরসি বরাবরে আবেদন করতে হবে)।

২। যন্ত্রপাতির বর্ণনা উৎস ধরন সংখ্যা ওজন, ইত্যাদি ।

৩। পরিবেশ অধিদপ্তর হতে ছাড়পত্রের অনুলিপি।

৩। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও রিসাইক্লিং প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে কার্যাদেশ প্রদানের অনুলিপি।

৪। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও রিসাইক্লিং প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে পরিবেশ অধিদপ্তর এর পরিবেশগত ছাড়পত্রের অনুলিপি হালনাগাদ ।

৫। বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ও রিসাইক্লিং প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বিটিআরসি প্রদত্ত অনুমতি/ছাড়পত্রের অনুলিপি।